Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Srabon 01, 1433 Bangla, July 16, 2026, Thursday, No. 191, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, government has taken a plan to bring all welfare-oriented citizen benefits under a single card called 'Universal Card'. (Jago News: 09)

Tarique Rahman tells Jatiya sangsad that government will no way tolerate extremism or militancy in country. (BBC: 03)

Education Minister has informed that students who could not sit for ongoing HSC and equivalent examinations due to adverse weather will get another chance. (BBC: 04)

Disaster Management and Relief Minister has warned that no irregularities and nepotism will be tolerated in distribution of relief in flood-hit areas. (Jago News: 19)

Home Minister has said, there is no scope for ousted former prime minister Sheikh Hasina to surrender after returning back to Bangladesh. (BBC: 04)

Domestic and foreign assets of former Prime Minister Sheikh Hasina and 10 industrial groups worth a total of Tk76,000 crore have been frozen. (R. Today: 22)

Press Information Department has called on media outlets to refrain from publishing false information and misleading contents created with AI. (Jago News: 14)

Human Rights Support Society has reported that 133 people were killed in mob violence in country during last six months. (BBC: 03)

Nine people have been killed by BSF along Bangladesh-India border in last six months. (DW: 09)

US President Donald Trump has threatened to strike Iran's bridges and power plants if the country does not return to talks. (BBC: 05)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ০১, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১৬, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ১৯১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, সব কল্যাণমুখী নাগরিক সুবিধা 'ইউনিভার্সাল কার্ড' নামে একটি একক কার্ডের আওতায় নিয়ে আসার মহাপরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। (জাগো নিউজ: ০৯)

তারেক রহমান বলেছেন, সরকার কোনোভাবেই দেশে চরমপন্থা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না। (বিবিসি: ০৩)

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যেসব শিক্ষার্থী চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে অংশ নিতে পারেননি, তারা আবার পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। (বিবিসি: ০৪)

বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না বলে জা নালেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৯)

দেশে ফেরার পর ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। (বিবিসি: ০৪)

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ১০ শিল্প গ্রুপের দেশে-বিদেশে থাকা ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ। (রে. টুডে: ২২)

গণমাধ্যমকে ভুল তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট প্রকাশ থেকে বিরত থাকার আহ্বান তথ্য অধিদপ্তরের। (জাগো নিউজ: ১৪)

গত ছয় মাসে বাংলাদেশে গণপিটুনি ও 'মব' সহিংসতায় ১৩৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি। (বিবিসি: ০৩)

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গত ছয় মাসে বিএসএফ -এর হামলায় ৯ জন নিহত। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

ইরান আলোচনায় না ফিরলে আগামী সপ্তাহে দেশটির সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি। (বিবিসি: ০৫)

বিবিসি

বর্তমান সরকার কোনোভাবেই চরমপন্থা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কোনোভাবেই কোনো প্রকার চরমপন্থা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না বলে জাতীয় সংসদে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, "আমরা যেভাবে সরকারি দল এবং বিরোধী দল এই সংসদে কোনো কোনো বিষয়ে হয়ত দ্বিমত করেছি, কিন্তু একই সাথে অনেক বিষয় আমরা একমতও পোষণ করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, উগ্রবাদ ও চরমপন্থাকে বর্তমান সরকার প্রশ্রয় দেবে না। আশা করি, এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিরোধী দলের সহযোগিতা পাব ইনশাল্লাহ।" আজ বুধবার জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে সমাপনীতে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের এই অবস্থানের কথা জানান। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায়। রাষ্ট্র ও সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকবে- এমন বাংলঅদেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, "আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে রাষ্ট্র এবং সরকার হবে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক, অর্থনীতি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বোপরি নাগরিকের জীবন হবে নিরাপদ মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময়।" প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে সদ্য পাস হওয়া বাজেটকে 'জীবনবান্ধব ও জনবান্ধব' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, বাজেট পেশের পর বিভিন্ন স্বাধীন ও চুলচেরা বিশ্লেষণকারী সংস্থাও স্বীকার করেছে যে এই বাজেটটি অনেকটাই জনবান্ধব হয়েছে। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য- ঋণ-নির্ভর অর্থনীতি থেকে দেশকে একটি বিনিয়োগ-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করা, জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সম্পূর্ণ পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এরই অংশ হিসেবে ১০ হাজার নতুন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।"তিনি জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচনের আগে দেশের সব রাজনৈতিক দল যে 'জুলাই সনদ' স্বাক্ষর করেছিল এবং বিএনপির ঘোষিত যে '৩১ দফা' রূপরেখা রয়েছে, সেটি এখন আর কোনো একক দলের নয়, বরং সেটি দেশের সাধারণ মানুষের ৩১ দফায় পরিণত হয়েছে। জুলাই সনদের প্রতিটি দফা বাস্তবায়নে সরকার জনগণের কাছে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ছয় মাসে 'মব' সহিংসতায় নিহত ১৩৩ জন : এইচআরএসএস

চলতি বছরের বিগত ছয় মাসে বাংলাদেশে গণপিটুনি ও 'মব' সহিংসতায় ২৬১টি ঘটনায় ১৩৩ জন নিহত ও ২৫৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি-এইচআরএসএস'। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বাক্‌বিতণ্ডা, আধিপত্য বিস্তার, ধর্মীয় অবমাননাসহ নানা অভিযোগে এসব ঘটনা ঘটে বলে তারা জানিয়েছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে ১৪১টি ঘটনায় অন্তত ৬৭ জন নিহত এবং ১১৯ জন আহত হন বলেও জানায় সংস্থাটি। বুধবার গণমাধ্যমে সংস্থাটির পাঠানো একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ছয় মাসে রাজনেতিক ও নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনায় দলীয় কোন্দল ও অন্তর্কোন্দলে ৫৬ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া, ৮৩০টি সহিংসতার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাঁচ হাজার ২৪৬ জনের বেশি নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আহত ও হামলার শিকার হয়েছেন। এছাড়া, এই সময়ে ২০০টি হামলার ঘটনায় ৩৮৩ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে। এ সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ৫০টি হামলার ঘটনায় ৫৬ জন আহত হয়েছেন এবং ১৯টি মন্দির, ১৫টি প্রতিমা ও ৪৩টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে- বলছে এইচআরএসএস। সীমান্তে হতাহত ও আটকের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে এইচআরএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ছয় মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৩২টি হামলার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হামলায় নয়জন নিহত, ৩৫ জন আহত হয়েছেন, এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ ১৪ জন । এছাড়া, ৩৮ জনকে বিভিন্ন সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অন্তত ১৭৩ জনকে পুশ ইন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪১৬ জনকে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করা হয়েছে, যা বডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) ও স্থানীয়রা প্রতিহত করেছে। বিচার বহির্ভূত হত্যার (হেফাজতে/নির্যাতনে/গুলি/বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু) বিষয়ে সংস্থাটির পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত, এ সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজত, নির্যাতন, গুলিবর্ষণ এবং কথিত 'বন্দুকযুদ্ধ'র ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ছয় মাসে এক হাজার ৬২১ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের এই সময়ের তুলনায় এসব নির্যাতনের ঘটনা প্রায় ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশের ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এর সংগৃহীত তথ্য ও ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০২৬ সালের অর্ধবার্ষিক (জানুয়ারি-জুন) মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তেরি করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

তিন নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

বর্তমানে বাংলাদেশের তিনটি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং দুই জেলার নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। আজ বুধবার বৃষ্টিপাত ও নদ-

নদীর পরিস্থিতি এবং পূর্বাভাসে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি। এতে বলা হয়, তিস্তা নদীর তারাপুর (গাইবান্ধা) স্টেশন, কুশিয়ারা নদীর ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট) স্টেশন এবং সোমেশ্বরী নদীর কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মনু ও খোয়াই নদী সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং জেলা দুটোর নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি, তারা আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন : সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে-সব শিক্ষার্থী চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে অংশ নিতে পারেননি, তারা চট্টগ্রাম বোর্ডের স্থগিত হওয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই তারিখে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেওয়ার এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "যেহেতু এইচএসসি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, তাই বিশেষ বিবেচনায় এই বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হলো।" পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে ভুল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দায়ী ব্যক্তিদের ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান যে, পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ছয় ও সাত নম্বর প্রশ্নে যে ভুল হয়েছে, তার জন্য পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার পাঁচটি উদ্যোগ নিয়েছে- জানালেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র ড. মাহদী আমিন জানিয়েছেন, চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন করতে সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ছাড়া বাংলাদেশে দুই হাজার ৫৮৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে জানিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া একটি পোস্টে মাহদী আমিন সরকারের পাঁচটি পদক্ষেপের কথা লিখেছেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশের সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে চট্টগ্রাম বোর্ড ছাড়া দেশের অন্য সব বোর্ডে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা চালু রাখার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে, পরীক্ষা চলাকালে কোথাও যাতায়াত বা জলাবদ্ধতার কারণে সমস্যা তৈরি হলে স্থানীয় প্রশাসনকে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কেন্দ্র পরিবর্তন, পরীক্ষা স্থগিত কিংবা পরীক্ষার সময় বাড়ানোর মতো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা সংশ্লিষ্ট অনিবার্য কারণে যারা চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার কোনো বিষয়ে অংশ নিতে পারেনি, তারা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ইতোমধ্যে স্থগিত হওয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে- বলা হয়েছে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে। চতুর্থ পদক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে, গত ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সৃজনশীল অংশের প্রশ্নপত্রের ভুল ও অসঙ্গতির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিপরীতে সকল পরীক্ষার্থীকে পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে। আর পঞ্চম পদক্ষেপ হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ভুল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করার কথা বলা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, "গতকাল পার্লামেন্টেও আমি স্পষ্টভাবে বলেছি- শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই।" "এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠানো হয়েছে। দেশে ফিরিয়ে এনেই তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং আদালতের রায় কার্যকর করা হবে।" তিনি বলেন, বিদেশে পলাতক ফ্যাসিবাদী সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে এবং এরই প্রেক্ষিতে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ বা বিচারের মুখোমুখি করার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "আমরা কোনো প্রশাসনিক আদেশে বা এক্সিকিউটিভ অর্ডারে কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে নই। আমরা চাই সম্পূর্ণ আইনানুগ ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের দোসর এই সংগঠনের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হোক।" তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) অ্যাক্ট এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে, যার ফলে ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে দল হিসেবেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে। তাছাড়া, বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সংগঠন হিসেবেও বিচারের স্পষ্ট বিধান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে যেভাবে হিটলারের নাৎসি বাহিনী ও গেস্টাপোকে নিষিদ্ধ ও রাজনৈতিক

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে আসমান থেকে গুলি করে শিশু ও গৃহিণী হত্যার মতো যে নজিরবিহীন গণহত্যা চালানো হয়েছে, তার দায় আওয়ামী লীগ এড়াতে পারে না।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনা এলে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করে রায় কার্যকর করা হবে : নাহিদ

"তিনি আসবেন এবং আসার পর তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করে তার রায় কার্যকর করা হবে"- বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপারে এ কথা বলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভায় আজ তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে আসবেন কি না বা কবে আসবেন- এটা বাংলাদেশ সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, "গতকাল সরকারের জায়গা থেকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের আর কোনো সুযোগ নাই। তিনি আসবেন এবং আসার পর তাকে এয়ারপোর্ট থেকেই গ্রেফতার করা হবে এবং তার রায় কার্যকর করা হবে।" শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণ বা দেশে আসা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেই বক্তব্য প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম দাবি করেন, "তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলার সময় ওনার স্বভাবসুলভাবেই একটা নোক্তা (কৌশল) বা ফাঁক রেখেছেন। সেটা হলো- আপিল করা যাবে কি না- সেটা আইন ব্যবস্থা নেবে।" "আপিল করা যাবে না। শেখ হাসিনার মামলার রায় যখন হয়েছে, আপিলের সুযোগ ছিল ৩০ দিন। সেই ৩০ দিন শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কেউ আপিল করে নাই। ফলে শেখ হাসিনার মামলার রায়ে কোনো আপিলের সুযোগ নাই," বলছিলেন নাহিদ ইসলাম।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আলোচনায় না এলে ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে বোমা হামলার হুমকি ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, ইরান আলোচনায় না ফিরলে আগামী সপ্তাহে দেশটির সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের মধ্যে টানা চতুর্থ দিনের মতো পাল্টাপাল্টি হামলা চলছে। এর মাঝেই ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে, ট্রাম্প হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া সব পণ্যবাহী জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ ফি আরোপের হুমকি থেকে সরে এসেছেন। পাশাপাশি, তিনি ইরানের বন্দরগুলো অবরোধের পদক্ষেপ আবার শুরু করেন। ট্রাম্প বলেন, "আগামী সপ্তাহটি তাদের জন্য সত্যিই খুব খারাপ হবে।" "আমরা তাদের সব বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে দেব। তারা আলোচনার টেবিলে না এলে তাদের সব সেতুও ধ্বংস করে দেব," যোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে এর আগে, গত এপ্রিলেও ট্রাম্প ইরানের বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। তার মাঝে সেতুও বিদ্যুৎকেন্দ্রও ছিল। সে সময় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক মানুষ ও বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালানো যুদ্ধাপরাধ।" যুদ্ধে মানবিক আচরণ সংক্রান্ত ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত স্থানসমূহে আক্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইরান যুদ্ধ শেষ করতে 'হিমশিম খাচ্ছেন' ট্রাম্প

হরমুজ প্রণালিতে সব ধরনের পণ্যবাহী জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের যে সিদ্ধান্ত একদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, সেটি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। গত সোমবার সকালে ইরানি জাহাজ চলাচলের ওপর মার্কিন নৌ অবরোধ পুনরায় চালুর ঘোষণা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি পোস্টে দেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী সকল প্রকার জাহাজকে তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ২০ শতাংশ হারে শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের দেশগুলোর জাহাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছিল। এ ঘটনার পরের দিন আগের সিদ্ধান্ত থেকে পুরোপুরিভাবে সরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেটার পরিবর্তে আমেরিকার উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্রদের সাথে 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি' করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মিত্রদের মধ্যে যারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করবে, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে যাতায়াতের সুযোগ করে দিবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্ববাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে শুল্ক বসানোর বিষয়ে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্প যেভাবে পিছু হটেছেন, সেটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইরান যুদ্ধ শেষ করতে তিনি রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধটির ইতি টানতে মাসখানেক আগে ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর মাধ্যমে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনার পথ তৈরি হয়েছিল। এরপর দফায় দফায় আলোচনা হলেও, যুদ্ধ অবসানের কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। উল্টো দুইপক্ষের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে জ্বালানির বাজার আবারও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর পাশাপাশি তাদের মিত্র দেশগুলোতে পুনরায় ইরানি হামলার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সবমিলিয়ে মি. ট্রাম্প যুদ্ধটিকে আরও তীব্রতর করতে চাচ্ছেন না বলে মনে হচ্ছে। এখন এই সংকট থেকে বের হওয়ার

জন্য তিনি অপ্রচলিত একটি উপায় খুঁজছেন। এক্ষেত্রে ট্রাম্প সম্ভবত চান যে, এবারের সমাধানটি যেন ২০১৫ সালে বারাক ওবামার প্রশাসনের করা চুক্তির চেয়ে 'ভালো কিছু' দাবি করা যায়। কিন্তু এভাবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? "আমার মনে হয়, এর সম্ভাব্য পরিণতি হলো কোনো সমাপ্তি না হওয়া," বলছিলেন ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংকট্যাঙ্ক ডিফেন্স প্রায়োরিটিজের মধ্যপ্রাচ্য কর্মসূচির পরিচালক রোজমেরি কেলানিদ। এমনটা মনে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধটি একটি "ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধে" পরিণত হয়েছে। "আর এ ধরনের যুদ্ধগুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়, লম্বা সময় ধরে চলতে থাকে," যোগ করেন রোজমেরি কেলানিদ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্প্রতি যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল, সেটির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আশাটিও আপাতত খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে মার্কিন সামরিক হামলা চালানোর মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের একটি পোস্টে মি. ট্রাম্প পুনরায় ইরানের জাহাজ চলাচলের ওপর মার্কিন নৌ অবরোধ আরোপের ঘোষণা দেন। জবাবে ইরানিরা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মিত্র ও তাদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বাড়িয়ে দেয়। দুইপক্ষের এমন পাল্টা-পাল্টাই পদক্ষেপের ফলে হরমুজ প্রণালিতে নৌযান চলাচল আবারও প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। প্রায় মাসখানেক সময় ধরে বারবার চালু ও স্থগিত হওয়া শান্তি আলোচনার মধ্যে দেশ দুটির মধ্যে এমন কিছু সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে, যা 'যুদ্ধবিরতির' সংজ্ঞাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে সামরিকভাবে আমেরিকানরা ইরানি জাহাজ, বিমান এবং স্থাপনা ধ্বংস করার মতো কিছু লক্ষ্য পূরণে সফলতা পেলেও রাজনৈতিকভাবে সংঘাতটি নিরসন প্রশ্নে এখনও অনেক দূরে রয়েছে। সামরিকভাবে কিছুটা দুর্বল করা গেলেও ইরান এখনও হরমুজ প্রণালিতে আধিপত্য বজায় রেখেছে। আর যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের সামরিক অভিযান ব্যাপকভাবে ওই অঞ্চলে না বাড়ায়, তাহলে তারা ইরানিদের সেভাবে দমাতেও সক্ষম হবে না। একদিন আগে ট্রাম্প হরমুজ প্রণালিতে যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নতুন কৌশলের কথা জানিয়েছিলেন, যা সম্ভবত ছিল নিজ দেশের জনগণের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সামরিক তৎপরতাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি উপায়, সেটি পুরোপুরিভাবে নতুন প্রস্তাব ছিল না। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ট্রাম্প নিজেই বেশ কয়েকবার এমন একটি ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক দেওয়ার একটি পরিকল্পনা যখন ইরানের দিক থেকে এসেছিল, তখন বিষয়টি নিয়ে গত জুনে নিন্দা জানাতে দেখা গিয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে। "কোনো দেশই আন্তর্জাতিক জলপথে শুল্ক বা মাশুল আদায় করতে পারে না। এটাই বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইন। সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক জলপথগুলোতে এটাই নিয়ম এবং আমরা এখানেও তা-ই প্রত্যাশা করি," বলেছিলেন রুবিও। এরপর ট্রাম্প নিজে শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়ে সেখান থেকে আবার সরেও আসলেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মধ্যদিয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, যুদ্ধ শেষ করার প্রশ্নে সামনে এগোনোর জন্য কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। এ অবস্থায় ট্রাম্পকে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। সেগুলো একটি হলো- সামরিক তৎপরতা বাড়িয়ে হয় পরিস্থিতি আরও খারাপ করা, যার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে। আর দ্বিতীয় বিকল্পটি হচ্ছে এমন কোনো সমাধানে রাজি হওয়া, যা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে 'একটি বৈরী ইরানি শাসনব্যবস্থাকে' ক্ষমতায় রেখে দেবে। "আমরা আবারও সেই আগের অবস্থানেই ফিরে এসেছি, যেখানে প্রশ্ন ছিল, কার ধৈর্য বেশি? ইরানিদের- যারা তেল রপ্তানি করতে পারবে না, নাকি যুক্তরাষ্ট্র ও পারস্য উপসাগরের তেল ব্যবহারকারী অন্যান্য দেশগুলোর?," বলেন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সিনিয়র ফেলো এলিয়ট আব্রামস। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরুর তথ্য জানালো সেন্টকম

ইরানের বিরুদ্ধে নতুন দফায় হামলা শুরু করার কথা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। তারা বলছে, ইরানি সময় আজ বুধবার দুপুর দেড়টা থেকে তারা ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরু করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর সক্ষমতা যাতে ইরানি বাহিনীর আরও কমে যায়, সে লক্ষ্যেই এই হামলা চালানো হবে। গতকাল মঙ্গলবার ইরানের দক্ষিণে উপকূলীয় এলাকায় পুনরায় নৌ অবরোধও শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে ইরান জর্ডান, বাহরাইন ও কুয়েতসহস মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মার্কিন স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে। ইরান বলছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি নিয়ে করা ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালির সঙ্গে আরো বাণিজ্যপথ বন্ধের হুমকি ইরানের

যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে হামলা চালানোর পর ওই অঞ্চলের আরো বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের "আগ্রাসী কর্মকাণ্ড" বন্ধ না করা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে। তারা এ অঞ্চলের তেল ও গ্যাস রপ্তানির অন্যান্য পথও বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ নতুন করে কার্যকর হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আইআরজিসি দেশটিকে সতর্ক করে বলেছে, তাদের "যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের স্বার্থে ব্যবহৃত তেল ও গ্যাস রপ্তানির অন্যান্য পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাশা করা উচিত।" তবে কোন কোন পথ এর আওতায় পড়তে পারে, সে বিষয়ে তারা বিস্তারিত

কিছু জানায়নি। এদিকে, ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনী জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে পৃথক হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, তারা ইরান থেকে ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। এই সতর্কবার্তা এমন সময় এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে যে, বুধবার সকালে তারা ইরানের বিরুদ্ধে ড্রোন, বিমান ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে হামলা চালিয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতির জন্য হরমুজ প্রণালির কৌশলগত গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। নতুন করে শুরু হওয়া হামলাগুলোর কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল কার্যত স্থবির হয়ে পড়ায় জ্বালানি তেলের দামও বাড়ছে। সেন্টকম এক বিবৃতিতে বলেছে, বুধবার সকালের হামলাগুলো "হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতাকে আরও দুর্বল করেছে।" এদিকে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অঙ্গীকার করেন, ইরান আলোচনায় ফিরে না এলে আগামী সপ্তাহে দেশটির সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালানো হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

চার বছরের যুদ্ধবিরতির পর সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে হুথিরা

ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী সৌদি আরবের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। তাদের অভিযোগ, হুথি-নিয়ন্ত্রিত একটি বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালিয়েছে সৌদি আরব। এই হামলার মধ্যদিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে চার বছর ধরে চলা যুদ্ধবিরতি ভেঙে গেল। এতে করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে, তেহরান তার মিত্র হুথিদের ব্যবহার করে বাব আল-মান্দাব প্রণালি অবরোধের চেষ্টা করতে পারে। বাব আল-মান্দাব বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোর একটি। লোহিত সাগরে প্রবেশের প্রধান রুট এটি। এই প্রণালি বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র বাণিজ্যে বড়ো ধরনের প্রভাব পড়বে। সেক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালির পর এটি হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বড়ো সংকটময় নৌপথ। এদিকে, ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের "আগ্রাসী কর্মকাণ্ড" বন্ধ না করা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে। সঙ্গে তারা এ অঞ্চলের তেল ও গ্যাস রপ্তানির অন্যান্য পথও বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ওমান উপকূলে নিখোঁজ ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু

ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জেএফএস গ্যালাক্সিতে হামলার ঘটনার পর যে ভারতীয় নাবিক নিখোঁজ হয়েছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে দুবাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট। নিহত ওই নাবিকের শ্বশুরও আজ তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ৩০ বছর বয়সি হারাম্বে কারমারকার সাইপ্রাসের পতাকাবাহী কনটেইনারে একজন প্রকৌশলী ছিলেন। গত রোববার ওমান উপকূলে থাকাবস্থায় ওই জাহাজটিতে হামলা হয়। সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, জাহাজটিতে থাকা ২৪ জনের মধ্যে ১১ জনই ভারতীয় এবং একটি অজ্ঞাত উৎস থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রজেক্টাইলের আঘাতের শিকার হয় জাহাজটি। ইরান বলেছে, সতর্ক করার পরও জাহাজটি অনুমোদনহীন একটি পথ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য তারা সেটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এদিকে, সোমবারও ইরানের হামলায় ভারতীয় একজন নাবিকের মৃত্যু হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, 'আল বাহিয়াহ' ও 'মোমবাসা' নামের দুটি ট্যাংকার, যেগুলোতে মোট ৪৬ জন ক্রু সদস্য ছিলেন, সোমবার রাতে ওমান উপকূলের কাছে ইরানি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে আল বাহিয়াহ জাহাজে থাকা ১২ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে একজন নিহত এবং আরেকজন আহত হন। আর মোমবাসা জাহাজে ১৮ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তাদের মধ্যে নয়জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব হামলার বিরুদ্ধে "কঠোর প্রতিবাদ" জানাতে ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

টোল নেওয়া থেকে সরে এলেন ট্রাম্প; ইরান নিয়ে চরম বিভ্রান্তিতে তিনি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর টোল আরোপের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ১৮০-ডিগ্রি অবস্থান পরিবর্তনের এক বিশ্লেষণে নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে যে, এই পিছু হটা "ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা বিভ্রান্ত, তা দেখিয়ে দিয়েছে।" আইআরএনএ-কে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, নিউ ইয়র্ক টাইমস উল্লেখ করেছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর টোল আরোপের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং ২৪ ঘণ্টা পরেই তার আরব মিত্রদের প্রতিবাদের মুখে ট্রাম্পের টোল না নেওয়ার ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, ইরানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা বিভ্রান্ত। যে অভিযানটি একটি সুষ্ঠু চার থেকে ছয় সপ্তাহের অভিযান হওয়ার কথা ছিল, তা এখন বিশৃঙ্খল বিশতম সপ্তাহে চলছে। তাৎক্ষণিক ও হঠকারী সিদ্ধান্ত কোনো কাজে আসছে না। ডেমোক্র্যাট-সমর্থিত সংবাদমাধ্যমটির মতে, প্রেসিডেন্ট, যিনি তার দ্বিতীয় মেয়াদে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার খেলাকে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বানিয়েছেন, তিনি ইরানকে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়েছেন যে, এখনো তার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেনি এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে বা শুল্ক আরোপের হুমকির মাধ্যমে যাকে পরাজিত করা যাবে না। নিউইয়র্ক টাইমস আরও জানিয়েছে,

ইরানের বিরুদ্ধে তার নীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এখন কোনো সামরিক বা সুস্পষ্ট কূটনৈতিক কৌশল আছে বলে মনে হচ্ছে না। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে প্রতিশোধমূলক ইরানি ড্রোন হামলা অব্যাহত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইরানের ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে চালানো হামলার জবাবে ইরানের সেনাবাহিনী এ অঞ্চলে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুর ওপর অষ্টম দফার প্রতিশোধমূলক ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এ দফায় জর্ডানে মার্কিন সেনা মোতায়েন থাকা একটি বিমানঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ইরানের সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক “আগ্রাসী হামলার” পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ভোরে ‘সাঈকেহ (বজ্রপাত) অভিযান’-এর অষ্টম ধাপ শুরু হয়। এই ধাপে নতুন করে ড্রোন হামলা চালিয়ে জর্ডানের আল-আজরাক বিমানঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ওই ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের লয়টারিং (ঘুরে বেড়াতে সক্ষম) ড্রোনগুলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর এফ-১৮ যুদ্ধবিমানের আশ্রয়কেন্দ্র এবং বৃহৎ সামরিক সরঞ্জাম সংরক্ষণাগার লক্ষ্য করে আঘাত হানে। ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিজেদের বাহিনীর ঈমান, দক্ষতা ও সর্বাত্মক প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে তারা দেশের নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে এবং দেশের বিরুদ্ধে কোনো হুমকিরই জবাবহীন থাকবে না। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, “আমাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার উদ্দেশ্য কোনো যুদ্ধ শুরু করা নয়; বরং এটি ইরানের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় আমাদের অটল সংকল্প এবং অবিচল দৃঢ়তার প্রতিফলন।” (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

হরমুজ প্রণালিতে ট্রাম্প ট্রানজিট ফি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় অবরোধ নবায়ন করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালিতে ট্রানজিট ফি আরোপের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। তবে তেহরানের উপর সামরিক চাপ প্রয়োগ তিনি অব্যাহত রেখেছেন। মা র্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম জানায় , ইরানের বন্দর ও উপকূলীয় এলাকা দিয়ে আসা যাওয়া করা জাহাজের উপর অবরোধ তারা পুনরায় চালু করেছে। সেন্টকম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘোষণা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে , মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকেল ৪টায় কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ২০টিরও বেশি নৌবাহিনীর জাহাজ এবং কয়েকশ বিমান সক্রিয় রয়েছে বলে এতে আরও উল্লেখ করা হয়। ট্রাম্প বলেছেন , প্রণালিতে ২০ শতাংশ ট্রানজিট ফি আরোপের পরিকল্পনা তিনি বাতিল করেছেন। মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, এর পরিবর্তে অঞ্চলের নেতারা যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। ট্রাম্প এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে , নিরাপদ যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রানজিট ফি প্রয়োজন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে , এই পরিকল্পনাটি মিত্র এবং তার নিজের রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। সেন্টকম জানিয়েছে, সামরিক বাহিনী মঙ্গলবার নতুন করে হামলা চালিয়েছে। এই নিয়ে টানা চারদিন ধরে মার্কিন বাহিনী ইরানের উপর হামলা চালালো। ইরানের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদমাধ্যম মঙ্গলবার জানায় যে, ইসলামি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাত লক্ষ মানুষ

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় নয়দিনের বন্যায় প্রায় সাত লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ৮৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঘরবাড়ি, রাস্তা, কৃষি, মাছচাষ, বেড়িবাঁধসহ সাতটি খাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের করা প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। কক্সবাজার অঞ্চলে ৪ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে পাহাড়ি ঢল যুক্ত হয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া বেশ কয়টি পাহাড়ধসের ঘটনাও ঘটে। ১২ জুলাইয়ের পর বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও, এখনো অনেক মানুষ পানিবন্দি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মানুষের চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। দুর্গত এলাকার অনেক মানুষ সুপেয় পানিসহ খাদ্যের সংকটে রয়েছে। তবে ত্রাণসহায়তা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রনি)

ইরাক থেকে সেনা ফেরানোর তারিখ জানালো আমেরিকা

৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইরাক থেকে সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে দিল আমেরিকা। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলি আল-জাইদি। পরে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, “'ইরাকে আর মার্কিন সেনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।” এখনো পর্যন্ত ইরাকে ২৫০০ মার্কিন সেনা মজুত আছে। ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যই ওই সেনা সেখানে রাখা হয়েছিল বলে আমেরিকার দাবি। জাইদি বলেছেন, “৩০ সেপ্টেম্বর মার্কিন সেনা ফিরে যাবে আর মার্কিন সংস্থাগুলিকে দেশে স্বাগত জানানো হবে।”(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রনি)

ইরানের উপর আক্রমণ চলবে, জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

তেহরানকে চুক্তিতে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করেছে ওয়াশিংটন। ইরান যতক্ষণ সেই চুক্তির শর্ত না মানবে, ততক্ষণ হামলা চলতেই থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প জানিয়েছেন, মঙ্গলবারও ইরানের সঙ্গে কথা বলেছে আমেরিকা। তাদের চুক্তিতে আসতে বলা হয়েছে। আলোচনা হলেও ইরান এখনো পর্যন্ত সমস্ত শর্ত মানতে রাজি হয়নি। ট্রাম্পের দাবি, আলোচনা না এগোলে আক্রমণ আরো তীব্র হবে। ইরানের নির্দিষ্ট সামরিক অবকাঠামোয় বেছে বেছে আঘাত করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনা জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে একের পর এক বেসামরিক জাহাজের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে ইরান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রনি)

ভারতের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক বসাবে আমেরিকা?

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক লাগু করতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার আইনসভায় এমনই বিলের প্রস্তাব হয়েছে। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আনার এই বিলটি প্রস্তাব করেন রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এবং ডেমোক্রাট সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থল। নতুন করে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব এনেছেন আমেরিকার আইনসভার সদস্যরা। ভারত ছাড়াও চীন, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, এবং আজারবাইজান রাশিয়া থেকে তেল কেনে। অন্যদিকে, চীন, ফ্রান্স, জাপান, হাঙ্গেরি এবং বেলজিয়াম কেনে প্রাকৃতিক গ্যাস। নতুন এই মার্কিন বিলে রাশিয়া থেকে তেল বা গ্যাস না কেনার জন্য চীন এবং ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের মতে, অর্থনীতিতে আঘাত করলে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণ কমানো সম্ভব। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে এখনো পর্যন্ত দুই মিলিয়ন সেনার মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংস হয়েছে কিয়েভসহ একাধিক শহর। তবে এর আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক। গত বছরেই সদ্যপ্রয়াত সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এই বিলটি প্রস্তাব করেন। প্রাথমিক খসড়ায় ৫০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা বলা হয়। ওই বিলেরই সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন সেনেটর ব্লুমেন্থল। তাতে ৫০০ শতাংশ কে কমিয়ে ১০০ শতাংশ শুল্কের কথা বলা হয়। নতুন এই বিল আগগস্টের আগেই পাস হতে পারে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রনি)

ছয় মাসে ১৭৩ জনকে 'পুশ-ইন', বিএসএফের হাতে নিহত ৯ : এইচআরএসএস

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গত ছয় মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ৩২টি হামলায় ৯ জন নিহত, ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)।

মানবাধিকারবাংলাদেশ সারাদেশে গত ছয় মাসে রাজনেতিক ও নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনায় দলীয় কোন্দল ও অন্তর্কোন্দলে ৫৬ জন নিহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে তারা। আজ মঙ্গলবার এইচআরএসএসের প্রকাশ করা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে (জানুয়ারি-জুন) এ তথ্য জানানো হয়। এইচআরএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ছয় মাসে ৩৮ জনকে বিভিন্ন সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অন্তত ১৭৩ জনকে 'পুশ-ইন' করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৪১৬ জনকে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করা হয়েছে, যা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয়রা প্রতিহত করেছে। অপরদিকে, সিলেট সীমান্তে খাসিয়া সম্প্রদায়ের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন এবং সীমান্তে একজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে সীমান্তে ৪০টি ঘটনায় বিএসএফের গুলিতে ১৪ জন বাংলাদেশি নিহত, ২০ জন আহত এবং ২৭ জন গ্রেফতার হয়েছিলেন বলে জানিয়েছে এইচআরএসএস। এইচআরএসএ আরও জানায়, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ২০টি সহিংসতার ঘটনায় একজন নিহত, ৫ জন আহত, ৫ জন গুলিবিদ্ধ এবং ৮০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া, সীমান্তবর্তী এলাকায় আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছেন।

রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ৫৬

সারাদেশে গত ছয় মাসে রাজনেতিক ও নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনায় দলীয় কোন্দল ও অন্তর্কোন্দলে ৫৬ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া, সহিংসতার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৫ হাজার ২৪৬ জনের অধিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আহত ও হামলার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে এইচআরএসএস। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মূলধারার ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) সংগৃহীত তথ্য ও ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০২৬ সালের অর্ধবার্ষিক (জানুয়ারি-জুন) মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসছে 'ইউনিভার্সাল কার্ড': সংসদে প্রধানমন্ত্রী

দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, প্রান্তিক কৃষক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধা নমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান সরকারের পর্যায়ক্রমিক সব কল্যাণমুখী নাগরিক সুবিধা একটি একক কার্ডের আওতায় নিয়ে আসার মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউনিভার্সাল কার্ড'। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন এবং প্রথম বাজেট সমাপনী

বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। তারেক রহমান বলেন, রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়, তবে জনগণ এবং রাষ্ট্র উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্পোর্টস কার্ড, প্রবাসী কার্ড কিংবা ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ধর্মীয় গুরুদের জন্য দেওয়া বিশেষ কার্ডের মতো সুযোগ-সুবিধাগুলো জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের কোনো করুণা বা দয়া নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের পরম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই ভবিষ্যতে আলাদা আলাদা সব কার্ডের সমন্বয়ে এই সর্বজনীন বা 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালু করা হবে। এর মাধ্যমে নাগরিকরা একক পরিচয় ও কার্ডে সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। এসময় দেশের কৃষিখাত ও প্রান্তিক কৃষকদের অধিকার এবং যন্ত্রণার কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই দেশের অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। সে কারণেই বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশের আপামর কৃষকদের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতিশ্রুতিটি ছিল, যদি দলটি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনে সক্ষম হয়, তবে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বকেয়া থাকা সব কৃষকের কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সংসদকে অবহিত করে বলেন, সরকার গঠন করার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ১৩ লাখ প্রান্তিক কৃষক, যাদের ঋণ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল, তাদের সুদসহ বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো কাগুজে পরিকল্পনা নয়, বরং এরই মধ্যে মাঠপর্যায়ে এর সুফল কৃষকরা ভোগ করতে শুরু করে ছেন। সরকার পরিচালনার মূল লক্ষ্যই যে দেশের সাধারণ মানুষ, এই পদক্ষেপ তারই চাক্ষুষ প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের একটি বড়ো অংশজুড়ে সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচির গুরুত্ব এবং এই প্রক্রিয়ায় দেশের সব রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি সংসদকে জানান যে, গতকাল যখন একজন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য দাঁড়িয়ে তার নিজ এলাকায় কবে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হবে, তা জানতে চান, তখন তিনি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। ফ্যামিলি কার্ডের মতো কল্যাণমুখী সামাজিক পলিসিকে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি বিরোধীদলীয় নেতাসহ বিরোধী দলের সব সংসদ সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু যখন দেশের প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা আসে, তখন সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি এবং বিদেশি তাঁবেদারি রুখতে হলে রাষ্ট্র এবং দেশের জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই শক্তিশালীকরণের প্রথম ধাপই হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা।

দেশের ঋণনির্ভর অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে একটি টেকসই বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের বিস্তারিত রূপরেখাও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে। তিনি বলেন, বিগত স্বৈরাচারী আমলে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলারের মতো বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে। এই বিপু ল অর্থ পাচার ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণেই দেশের সার্বিক অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ও জনজীবনের মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কালো অধ্যায় থেকে দেশকে বের করে আনতে বর্তমান সরকার যে-কোনো মূল্যে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরতে বদ্ধপরিকর। ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রি লিয়ন ডলারের অর্থনীতির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। যেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, সরকার কেবল যুবসমাজকে ঘরে বসিয়ে না রে খে দেশের বিশাল কর্মক্ষম জনশক্তি সম্পদে রূপান্তর করতে চায়। এই লক্ষ্যে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ১০ লাখ, ব্লু ইকোনমি ও ইকোট্যুরিজম খাতে আরও ১০ লাখসহ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে পর্যায়ক্রমে ৯ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এছাড়া, যুবসমাজকে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলতে দেশজুড়ে বিভিন্ন ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকি মোকাবিলা এবং পরিবেশ রক্ষায় একটি বিশাল সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশকে শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবেই শক্তিশালী করা আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশের ভূমিকে ভবিষ্যৎ প্র জন্মের জন্য বসবাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে স্বেচ্ছাশ্রম এবং সরকারি উদ্যোগে দেশজুড়ে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ বা সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির এক সুবিশাল মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার সফল বাস্তবায়নে প্রতি বছর গড়ে ৫ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হবে। এই প্রকল্পের সফলতার জন্য দেশে ১০ হাজার নতুন নার্সারি উদ্যোক্তা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার, যার মাধ্যমে নতুন করে আড়াই লাখ তরুণ-তরুণীর বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.৯৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শিশুদের বছরে একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শপ্রধানমন্ত্রীর

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি দেশকে আরও সবুজ করে গড়ে তুলতে সবার

প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি শিশুদের প্র তি বছর অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী একটি নিমগাছের চারা রোপণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ দেশজুড়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একযোগে প্রায় ২ লাখ চারা রোপণ করা হচ্ছে। উপস্থিত শিশুদের উদ্দে শ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা চেষ্টা করবে প্রতি বছর এ কটি করে গাছ রোপণ করতে। সেটি তোমাদের স্কুলে হোক বা বাসার আশপাশে। যেখানে মনে করবে , সেখানেই একটি করে গাছ রোপণ করবে। " তিনি বলেন, "গাছটি কী পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করে , ওই গাছটি মানুষের কী কী উপকারে আসে , এই বিষয়গুলো তোমরা ইন্টারনেট ঘেঁটে বিভিন্নভাবে রিসার্চ করবে।" তারেক রহমান বলেন, "এভাবে প্রতি বছর তোমরা একটি করে গাছ সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারবে। স্কুলে লাগানো গাছ বড়ো হলে সেটি তোমাদের ছায়া দেবে। ক্লান্ত হলে তোমরা সেই গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে পারবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

অমুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্তে কাজ করছে বিশেষজ্ঞ কমিটি : সংসদে প্রধানমন্ত্রী

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য তালিকা প্রণয়নে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে অমুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্ত করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পিরোজপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন দুলালের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। সম্পূ রক প্রশ্নে রুহুল আমিন দুলাল অভিযোগ করে বলেন , বিগত সরকারের সময়ে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' সাজিয়ে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যারা বর্তমানে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। তিনি এসব অমুক্তিযোদ্ধাকে যাচাই -বাছাইয়ের মাধ্যমে ছাঁটাই করার জন্য সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ স্বাধীনের পর সঠিক তালিকা প্রণয়নে যাদের দায়িত্ব ছিল , তারা সেটিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। তারা নিরপেক্ষভাবে কাজটি করেনি। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। তারা সঠিক শহিদ ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে কাজ করছে। এসময় কুড়িগ্রাম -১ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম প্রশ্ন তোলেন , স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও কেন জাতি একটি নির্ভুল তালিকা পাচ্ছে না ? কেন সরকার পরি বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালিকার পরিবর্তন ঘটে ? তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি স্থায়ী তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা আছে কি না জানতে চান। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে দলীয়করণের মাধ্যমে যে তালিকা করা হয়েছে , তা যাচাই-বাছাই করা হ চ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য তালিকা জাতির সামনে তুলে ধরা। যেখানে কোনো অমুক্তিযোদ্ধার স্থান হবে না। যেখানে প্রকৃত শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধারা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন। তিনি জানান , বর্তমান সরকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে যাচাই-বাছাই ও বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ চলমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ জানালেন প্রধানমন্ত্রী

বিগত ১৭ বছরে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের নানা ধরনের অনিয়ম ও পরিচালনায় অদক্ষতা কাটিয়ে উ ঠে বন্দরটির সকল সমস্যা সমাধান ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে চট্টগ্রাম-১৩ আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রধা নমন্ত্রী এ কথা জানান। এ সময় সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। অধিবেশনে সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম প্রশ্ন রাখেন , বিগত ১৭ বছরে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের নানা ধরনের অনিয়ম ও পরিচালনায় অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে ; বর্তমান সরকা র চট্টগ্রাম বন্দরের সকল সমস্যা সমাধান ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ? প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ব মন্দা , কোভিড-১৯ সময়েও চট্টগ্রাম বন্দর ২৪ ঘণ্টা সচল ছিল। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান , ২০১০ সালে যেখানে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৯৬ হাজার ৬৬৩ মেট্রিক টন এবং ১৩ লাখ ৪৩ হাজার ৪৪৮ টিইইউএস, সেখানে ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৩ কোটি ৮১ লাখ ৫১ হাজার ৮১২ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩৪ লাখ ৯ হাজার ০৬৯ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। বিগত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে কার্গো এবং কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.০৭%, ১১.৪৩% এবং ১০.৫%। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত যে-সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, তার একটি বিশদ বিবরণ জাতীয় সংসদে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পদক্ষেপগুলো হলো :

১. চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে নতুন টার্মিনাল স্থাপনের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তার মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ ও অপারেশন চালু, লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং বন্দরের নাব্য রক্ষায় নিয়মিত ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে - অনলাইন পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেম, ই-ডেলিভারি অর্ডার, ই-পেমেন্ট ও অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইএসপিএস কোড অনুযায়ী আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। দ্রুত ও সহজে বন্দরের মাশুলাদি পরিশোধের জন্য অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বন্দরে যানবাহন প্রবেশ সহজতর করার জন্য ই-গেট পাস চালু করা হয়েছে। পেপারলেস পোর্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিপিএ স্কাই, পোর্ট সিঙ্গল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। বন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রমে অটোমেশন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. চট্টগ্রাম বন্দরের ইকুইপমেন্ট সংকট কমাতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৭টি কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে: ৩টি ৫ টন ফর্কলিফট সংগ্রহের জন্য সরবরাহকারীর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২টি এম্পটি কনটেইনার হ্যান্ডলিং ফর্কলিফট ও ২টি ১০ টন ফর্কলিফটের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড বিশ্ব দরবারে আরও শক্তিশালী হবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও সংযোজনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে সরকার যুগোপযোগী শুল্ক সুবিধা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সরকারের এই যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড বিশ্ব দরবারে আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদে নারী আসনের এমপি সুলতানা আহমেদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী জানান, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, অল-ইন-ওয়ান পিসি, নোটবুক, নোটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, রাউটার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, মনিটর, ডিজিটাল ওয়াচ ও মোবাইল ইত্যাদি প্রযুক্তি পণ্য দেশে উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই খাত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণেও বড়ো ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের সুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে ১ শতাংশের অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্ক, সমুদয় সম্পূরক শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) মওকুফ করা হয়েছে। দেশে এসব পণ্য সংযোজনে (অ্যাসেম্বলিং) ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্কসহ সমুদয় সম্পূরক শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি এবং মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে জানান সরকারপ্রধান। এই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে তিনি বলেন, এমন যুগোপযোগী শুল্ক সুবিধার ফলে দেশের বাজারে অনেক কম দামে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে। এর ফলে শিক্ষা, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য অভূতপূর্ব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সরকার কোনো ধরনের উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, "বর্তমান সরকার কোনো ধরনের চরমপন্থা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না। একইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও পেশাদার হিসেবে গড়ে তুলতে ১০ হাজার নতুন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উগ্রবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় সরকারবিরোধী দলের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পেশাদার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং সেটিরই অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ১০ হাজার নতুন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। আগেও বলেছি, আবারও আমি উল্লেখ করতে চাই- বর্তমান সরকার কোনোভাবেই চরমপন্থা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেবে না।"

বিরোধীদলের সহযোগিতা প্রত্যাশা

উগ্রবাদ দমনে রাজনৈতিক ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা যেভাবে সরকারি দল এবং বিরোধী দল বিভিন্ন বিষয়ে এই সংসদে কোনও কোনও বিষয়ে দ্বিমত করেছি, কিন্তু একইসঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত পোষণ করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, উগ্রবাদ এবং চরমপন্থাকে বর্তমান সরকার প্রশ্রয় দেবে না - এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিরোধী দলের সহযোগিতা পাব, ইনশাল্লাহ।" শহিদদের প্রত্যাশার বাংলাদেশে উগ্রবাদের স্থান নেই সমাপনী বক্তব্যের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহিদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সরকারপ্রধান বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, শহিদরা এমন একটি বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, যে বাংলাদেশে ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়বিচারই হবে শেষ কথা। যে বাংলাদেশে ধনী কিংবা গরিব কেউই বৈষম্যের শিকার হবেন না। আমরা প্রত্যেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সেই বাংলাদেশে চরমপন্থা কিংবা উগ্রবাদের

কোনোরকম ঠাঁই হবে না। যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে কেউ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করবে না।” তিনি বলেন, শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে এসব বিষয় যথাযথভাবে সমাধান করাই রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বন্ধ বস্ত্রকলগুলোকে চালু ও লাভজনক করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি) বন্ধ বস্ত্রকলগুলোকে চালু ও লাভজনক করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এরই মধ্যেই এই বিষয়ক দুটি সভাও হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের বস্ত্র ও পাট খাত নিয়ে এক প্র শ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বন্ধ বস্ত্রকলগুলো চালুর আশ্বাস দেন। সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহ করে বলবেন কী , বস্ত্র ও পাট খাতে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগকারীদের কোনো সহায়তা করবে কি না, করলে তা কী? এই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বন্ধ বস্ত্রকলগুলো চালুর আশ্বাস দেন। সংসদে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন , এরই মধ্যে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি বন্ধ অচল সরকারি বস্ত্রকল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), বেসরকারি উদ্যোগে এবং দুটি বন্ধ বস্ত্রকল দীর্ঘমেয়াদি লিজের মাধ্যমে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন , বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রক ল্পের মাধ্যমে মসলিন উদ্যোক্তা ও তাদের অধীন তাঁতী ও স্পিনারদের প্রশিক্ষণসহ কারিগরি সেবা দেওয়া হবে। পাট খাতে বিনিয়োগকারীদের সরকার বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করছে। পাটশিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগকারীদের আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। বর্তমানে পাটপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করা হয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীগণ পাটশিল্পে বিনিয়োগ করতে আরও উৎসাহ বোধ করছে। পাট চাষিদের জন্য বীজ সরবরাহ এবং তাদের মনিটরিং করার জন্য ‘উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বস্ত্র খাতে বিনিয়োগকারীদেরও সরকার বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে। বস্ত্র খাতে বিনিয়োগকারীদের শুল্ক মুক্ত টেক্সটাইল মেশিনারিজ আমদানি করতে বস্ত্র অধিদপ্তর থেকে সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে তাঁতখাতে বিনিয়োগকারীদের নীতিগত ও কারিগরি সহায়তা করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় বিদ্যমান সার্ভিস সেন্টারসমূহ থেকে স্বল্পমূল্যে ডাইং, প্রিন্টিং, ক্যালেন্ডারিং, ওয়াশিংসহ বিভিন্ন সেবা হয়ে থাকে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাতারের আমিরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা হস্তান্তর করলেন স্পিকার

কাতারের সাবেক আমির ও বর্তমান আমিরের বাবা শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোকবার্তা কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির কাছে হস্তান্তর করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উ দ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। বুধবার (১৫ জুলাই) দোহার লুসাইল আমিরি প্রাসাদে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় শোকগ্রহণ অনুষ্ঠানে স্পিকার এ শোকবার্তা হস্তান্তর করেন। এসময় তিনি কাতারের আমির এবং শোকসন্তপ্ত রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানান এবং প্রয়াত আমিরের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। শোকবার্তা হস্তান্তরের সময় স্পিকার বলেন , আধুনিক কাতারের স্থপতি হিসেবে পরিচিত শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশ -কাতার ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও বিশেষ দূত হুমায়ুন কবির এবং কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান উপস্থিত ছিলেন। শোকবার্তা হস্তান্তরের পর স্পিকার কাতারের শুরা কাউন্সিলের স্পিকার হাসান বিন আবদুল্লাহ আল -গানিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এর আগে, কাতারের সাবেক আমিরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে এক সংক্ষিপ্ত সরকারি সফরে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দোহায় পৌঁছান স্পিকার। স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান এবং কাতারের আমির -ই-দিওয়ানের প্রতিনিধি তাকে স্বাগত জানান। সফরকালে স্পিকার বুধবার বাংলাদেশ দূতাবাসও পরিদর্শন করেন। তার বুধবার সন্ধ্যায় দোহা ত্যাগ এবং বৃহস্পতিবার সকালে দেশে ফেরার কথা রয়েছে। কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার ১৫ জুলাই রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর অংশ হিসেবে বুধবার দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ‘প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬’ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। বুধবার (১৫ জুলাই) সকাল ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁ ওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের ১৭ ও ১৮ নম্বর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিশুদের প্রতিভা ও মননশীলতার বিকাশে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা র্থীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ,

সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ, কাবিং ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে এসব প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিযোগিতায় সারা দেশের স্কুল পর্যায়ের ২ কোটি ১৮ লাখ ২৮ হাজার ৬৯৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে 'প্রাথমিক শিক্ষা পদক -২০২৬' প্রদান করা হবে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও সম্মাননা দেওয়া হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে ১৫টি ক্যাটাগরিতে দেশের ১২ হাজার ৩৮৪ জন এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দুটি ক্যাটাগরিতে ৬৫ হাজার ৫৪৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ সম্মাননা দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ভুল ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশে গণমাধ্যমকে সতর্ককরলো তথ্য অধিদপ্তর

সরকারি নিবন্ধন ও ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত গণমাধ্যমকে ভুল তথ্য, অপতথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট প্রকাশ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে তথ্য অধিদপ্তর। একই সঙ্গে যে-কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই ও ফ্যাক্ট চেক নিশ্চিত করারও অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (১৫ জুলাই) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সরকারি নিবন্ধন ও ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত কিছু গণমাধ্যম ভুল তথ্য, অপতথ্য এবং এআই দিয়ে তৈরি ছবি ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টসহ অসত্য সংবাদ প্রকাশ করছে। এতে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, যা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মূলনীতির পরিপন্থি। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, এরই মধ্যে অসত্য সংবাদ প্রকাশের ঘটনায় কয়েকটি গণমাধ্যম ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদে সংশোধনী প্রকাশ করেছে। তবে যে-কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই, পেশাদার দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা এবং ফ্যাক্ট চেক করা গণমাধ্যমের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। তথ্য অধিদপ্তর জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য উৎসকে সংবাদের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করায় অনেক গণমাধ্যম বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। এর ফলে অপতথ্য ও বিকৃত কনটেন্ট মূলধারার গণমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে সংবাদ প্রকাশের আগে ফ্যাক্ট চেককে বৈধ গণমাধ্যমের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় আনতে সরকার বাধ্য হবে। পাশাপাশি বেনামি, ভুয়া বা অনিবন্ধিত কোনো মাধ্যমকে সংবাদের উৎস হিসেবে ব্যবহার না করতে এবং এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে সব বৈধ গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তথ্য অধিদপ্তর দেশের সব সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ এবং আইপি টিভিকে তাদের স্বাক্ষরিত ডিক্লারেশন ও নিবন্ধনের নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের পরিচ্ছন্নতা ও দায়িত্ববোধ শেখাতে হবে: মির্জা ফখরুল

পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকা গড়ে তুলতে নাগরিক সচেতনতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, জনসচেতনতা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই। শিশুদের মধ্যে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে একটি পরিচ্ছন্ন দেশ গড়ে তোলা সহজ হবে। বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুরে গুলশান-২-এর নগর ভবনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আয়োজিত 'নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: আমার-আপনার সকলের দায়িত্ব' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। মন্ত্রী বলেন, নগরের আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যাও বাড়ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলার সংস্কৃতি এখনো দেশে গড়ে না ওঠা। অথচ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে মানুষ নিয়ম মেনে নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলে। এ অবস্থার পরিবর্তনে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। এ কাজে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি কোনো দল দেখতে চাই না, বাংলাদেশকে দেখতে চাই। ঢাকার নাগরিক হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পেসমেকার, হার্ট ভালভসহ ৪ চিকিৎসা পণ্যে ভ্যাট অব্যাহতির উদ্যোগ

হৃদরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত চারটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জামে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতি দিতে যাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে শিগ্‌গিরই একটি এসআরও (স্ট্যাটিউটরি রেগুলেটরি অর্ডার) জারি করা হতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। যে-সব পণ্যে ভ্যাট অব্যাহতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- ভাসকুলার স্টেন্ট (রিং), অক্সিজেনেটর, পেসমেকার ও হার্ট ভালভ। বর্তমানে এসব পণ্যের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সরবরাহ পর্যায়ে ১০ শতাংশ ভ্যাট কার্যকর রয়েছে। এর আগে, নতুন অর্থবছরের বাজেটে হার্টের রিংয়ের জোগানদার পর্যায়ে ১০ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন, এর ফলে প্রতিটি রিংয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় কমতে পারে। এনবিআর সূত্র জানায়, নতুন এসআরও জারির মাধ্যমে দুই স্তরেই ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হবে। এতে আমদানি ও বাজারজাতকরণে কর-ব্যয় কমবে এবং এর সুফল শেষ পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যয়েও প্রতিফলিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ায় দেশের সব সমুদ্র ব ন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বুধবার (১৫ জুলাই) সংস্থাটির আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে , উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা -পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে সমুদ্র বন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৩ (তিন) নম্বর (পুনঃ) ৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ইন্টারনেট সেবা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ৭ দিনের মধ্যে গ্রেফতারের হুঁশিয়ারি

দেশের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি), নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও কর্মীদের ওপর হামলা , ভাঙচুর, লুটপাট ও চাঁদাবাজির ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে ঢাকায়। এ সময় আগামী সাতদিনের মধ্যে এসব ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার না করা হলে গ্রাহকদের সাপোর্ট সার্ভিস বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)। বুধবার (১৫ জুলাই) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন আইএসপিএবির সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম। তিনি বলেন , বর্তমানে ইন্টারনেট কোনো বিলাসী সেবা নয়, এটি দেশের ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি সেবা ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। অথচ সম্প্রতি ইন্টারনেট খাতের অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের ওপর হামলা , নেটওয়ার্ক দখল এবং চাঁদাবাজির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। আমিনুল হাকিম অভিযোগ করেন , সম্প্রতি রাজধানীর ধানমন্ডিতে একটি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় এবং চট্টগ্রামে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানে হামলা , ভাঙচুর ও চাঁদা দাবির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রু ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগামী সাত দিনের মধ্যে এসব ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার না করা হলে গ্রাহকদের সাপোর্ট সার্ভিস বন্ধ রাখার ঘোষণা আইএসপিএবির।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

খাল খনন করে চট্টগ্রামবাসীকে বন্যামুক্ত করা হবেঃ আসাদুল হাবিব দুলু

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন , চট্টগ্রাম দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী ও বন্দর নগরী। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, সমতল সমৃদ্ধ এ নগরীর খালগুলো পুনঃখনন করে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে নগরবাসীকে বন্যার দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে। তিনি বলেন , সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহর এলাকায় ত্রাণ বিতরণকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে আরও বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহদাত হোসেন, সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমান , চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক জা হিদুল ইসলাম মিয়া প্রমুখ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিন বুধবার সকালে এসব তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীকে শিশুরা বললো ‘টাকা জমিয়ে অস্বচ্ছল বন্ধুদের সাহায্য করি

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘সবুজ বিদ্যালয়’ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্টল পরিদর্শনের মাধ্যমে তিনি এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। দেশের ৬০টি জেলার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ‘সবুজ বিদ্যালয়’ কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্টলে নিজ নিজ অঞ্চলের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষা র্থীরা নিজেদের আঁকা চিত্রকর্ম, বিভিন্ন হস্তশিল্প এবং কাগজ দিয়ে তৈরি এলাকার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষক -শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। একটি স্টলে গিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তোমরা? স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন হস্তশিল্প দেখে তিনি জানতে চান, এসব কি তোমরা বানিয়েছো?” জবাবে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলে, “জি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

মানবপাচার দমনে নতুন আইন কঠোর ভূমিকা রাখবেঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে এবং মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনে নতুন আইন অত্যন্ত কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন , অপরাধী চক্রের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কৌশলে র সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকেও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালের রূপসী বাংলা গ্র্যান্ড বলরুমে আয়োজিত ‘মানবপাচার এবং অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন , ২০২৬’ বিষয়ক জাতীয়

অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান মোকাবিলায় আধুনিক আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার আরও জোরদার করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার, বাংলাদেশ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. আলী হোসেন ফকির, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল মো. জিয়াউল হক, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যায় গরু মারা গেলে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ: দুর্যোগমন্ত্রী

বন্যায় গবাদিপশু হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বন্যার পানিতে গরু মারা গেলে প্রতিটি গরুর জন্য ২৫ হাজার টাকা এবং ছাগল ও ভেড়া মারা গেলে প্রতিটির জন্য ১০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আয়োজিত বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এ ঘোষণা দেন। সভায় মন্ত্রী বলেন, বন্যায় শুধু মানুষের ঘরবাড়ি নয়, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খামারি ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত সহায়তা কার্যক্রম শুরু করা হবে। তিনি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে বন্যায় মারা যাওয়া গবাদিপশুর পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুত মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পরীক্ষা শেষে ফের সায়েন্সল্যাব মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় অবরোধ করেছেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার (১৫ জুলাই) পরীক্ষা শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিমুখে লংমার্চ শুরুর আগে তারা সড়কে অবস্থান নেন। এতে সায়েন্স ল্যাব মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করে। দুপুর আড়াইটার দিকে সরেজমিনে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা এসে সড়কে অবস্থান নিচ্ছেন। একপর্যায়ে তারা সড়কের বিভিন্ন অংশে বসে পড়েন এবং যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চারপাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। একই সময় মোড়ের চারপাশে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা যায়। অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীদের 'দফা এক, দাবি এক- শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ', 'তুমি কে, আমি কে- ফার্মের মুরগি', 'কে বলেছে, কে বলেছে- শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী'-সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। তাদের হাতে পরীক্ষা স্থগিত, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং তিন দফা দাবিসংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডও ছিল। শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে - দুর্যোগ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা, বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১৩ জুলাই পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফার্মের মুরগি পার্টি নামে ফেসবুক পেজ, দেওয়া হচ্ছে নানান বার্তা

ভারতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ককরোস বা তেলাপোকা বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তরুণরা। প্রতিবেশী দেশটিতে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে 'ককরোস জনতা পার্টি'। তারা ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন। টানা বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ঘিরে বাংলাদেশেও শিক্ষার্থীদের 'ফার্মের মুরগি' বলার পর তা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন মোবাইল ফোনের কথোপকথনে এ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দিনভর ঢাকাসহ দেশের অন্তত ৩০ জেলায় আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। তারা স্লোগান দেন, 'আমি কে তুমি কে, ফার্মের মুরগি ফার্মের মুরগি', 'কে বলেছে কে বলেছে, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী।' এ স্লোগান দেশের শিক্ষার্থী ও তরুণদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। যদিও শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন জাতীয় সংসদে বিরূপ মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের সরকারও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলায় সাবেক এমপি কবিরুল গ্রেফতার

রাজধানীর গুলশান থানার একটি হত্যা মামলায় নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও কালিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কবিরুল হক মুক্তিকে শ্যোন অ্যারেস্ট (গ্রেফতার দেখানো) দেখিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৫ জুলাই) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জসিতা ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। বিষয়টি ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন জাগো নিউজকে নিশ্চিত

করেছেন। তিনি বলেন, গুলশান থানার হত্যা মামলায় নড়াইল -১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তিকে শোন অ্যারেস্ট দেখিয়েছেন আদালত। মামলার নথি অনুযায়ী , রাজধানীর গুলশান থানার এ হত্যা মামলাটি ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত একটি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি বাদ, ৬ দফা নিয়ে সচিবালয়ে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি থেকে সরে এসে ছয় দফা দাবি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছয়জন প্রতিনিধি। বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে তারা শিক্ষাভবনের সামনে থেকে সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। শিক্ষার্থীদের ছয় দফা দাবি-

১. দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় যারা পুনরায় অংশ নিতে চান, তাদের সেই সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. যারা একই বিষয়ের পরীক্ষা পুনরায় দেবেন , তাদের ক্ষেত্রে আগের ও পুনঃপরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৩. প্রশ্নপত্রে থাকা ভুল প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্ণ নম্বর দিতে হবে।

৪. চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে স্থিতিশীল হওয়ার জন্য কিছু সময় দিয়ে , এরপর পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. পূর্ব ঘোষণা ছাড়া প্রশ্নপত্রের ধরনে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় শিক্ষার্থীদের কাছে অপরিচিত ছিল। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নম্বর মূল্যায়ন করতে হবে।

৬. পরীক্ষা চলাকালে 'সচেতন গার্ড'-এর নামে কিছু শিক্ষকের কঠোর ও বিভ্রান্তিকর আচরণ বন্ধ করতে হবে , যাতে পরীক্ষার্থীরা ভীত বা মানসিক চাপে না পড়ে। এর আগে , বিকেল ৪টার দিকে শিক্ষাভবনের সামনে পৌঁছালে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। পরে ছয়জন প্রতিনিধিকে সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করলেও সচিবালয়ে আলোচনায় অংশ নিতে যাওয়া প্রতিনিধিদলের দাবির তালিকায় মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি রাখা হয়নি। তবে বাইরে অবস্থান করা শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের সুযোগ নেই, গ্রেফতারের পর রায় কার্যকর : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, এক্সট্রাডিশন (প্রত্যর্পণ) চুক্তি অনুযায়ী তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠানো হয়েছে। দেশে ফিরিয়ে এনেই তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং আদালতের রায় কার্যকর করা হবে। বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত 'গণ-অভ্যুত্থানের বাঁক বদলের দিন ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , বিদেশে পলাতক ফ্যাসিবাদী সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ বা বিচারের মুখোমুখি করা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন , আমরা কোনো প্রশাসনিক আদেশে বা এক্সিকিউটিভ অর্ডারে কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে নই। আমরা চাই সম্পূর্ণ আইনানুগ ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের দোসর এই সংগঠনের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হোক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) অ্যাক্ট এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে , যার ফলে ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে দল হিসেবেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সংগঠন হিসেবেও বিচারের স্পষ্ট বিধান রয়েছে। সালাহউদ্দিন আহমদ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন , এত বড়ো ম্যাসাকার বা হত্যাকাণ্ডের পরেও আওয়ামী লীগ ও তার নেত্রীর মনে কোনো অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনার বালাই নেই , উল্টো তারা জুলাইয়ের বীর যোদ্ধাদের জঙ্গিবাদী আখ্যা দিয়ে পুনরায় রাজনীতিতে ফেরার ঘৃণ্য স্বপ্ন দেখছে। আওয়ামী লীগের ইতিহাস মানেই রক্ষীবাহিনী দিয়ে ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা , ধর্ষণের সেঞ্চুরি , একদলীয় বাকশাল কায়েম এবং ছাত্র রাজনীতিকে কলঙ্কিত করার ইতিহাস। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পাহাড়ধস-বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৫৭ জন

টানা অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ধস ও দেশের সাত জেলায় সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৭ জনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন ৪০ জন। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১১১টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে বর্তমানে ৪ হাজার ৭৯ জন আশ্রয় নিয়েছেন। বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেল ৪টার হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী , বর্তমানে বন্যাকবলিত জেলা সাতটি। এগুলো হলো খাগড়াছড়ি , রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। এসব জেলার ৫৭টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন ৩৩৪টি এবং পৌরসভা ৯টি। জেলাভিত্তিক হিসাবে রা ঙামাটিতে ৩ জন, বান্দরবানে ৬ জন,

কক্সবাজারে ৩২ জন (স্থানীয় ১৯ ও রোহিঙ্গা ১৩), চট্টগ্রামে ১৫ জন এবং মৌলভীবাজারে ১ জন মারা গেছেন। আহতদের মধ্যে খাগড়াছড়িতে ১ জন, বান্দরবানে ২ জন, কক্সবাজারে ২৫ জন (স্থানীয় ২০ ও রোহিঙ্গা ৫) এবং চট্টগ্রামে ১২ জন রয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজারে নগদ অর্থ , চাল ও ঢেউটিনসহ বিভিন্ন ধরনে র ত্রাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও অতিরিক্ত ২০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা, ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চাল এবং ৪৯ হাজার ১০০ প্যাকেট শুকনো খাবার। ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে , ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় বন্যা ও অতিবৃষ্টিপ্রবণ জেলাগুলোর জন্য নগদ অর্থ ও চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ হিসেবে সাত জেলার জন্য অতিরিক্ত ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং ৩ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬৪ জেলার সাধারণ ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য মোট ৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেলো আরও৫ শিশুর

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৯২ শিশু। বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম -বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় , গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে এসময়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হা মের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৭৬ শিশুর। এসময় নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৯৫ শিশু। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ সময়ে মোট ৭৭১ শিশু মারা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত হয়েছে ১৭২ শিশু, এসময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৯২০। এই সময়ে ৮৫১ শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৮৭৭ শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে , ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ১৪ হাজার ১৬৪, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৯০৭। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৯৬ হাজার ৮৭৮ রোগী, যাদের মধ্যে ৯৩ হাজার ২৬০ জন ছাড়পত্র পেয়ে এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নিতে সরকারের শিক্ষার্থীবান্ধব৫ উদ্যোগ

বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচা লনায় পাঁচটি শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগের কথা জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দাবি , এসব উদ্যোগের ফলে বুধবার (১৫ জুলাই) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ছাড়া দেশের ২ হাজার ৫৮৩টি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণাল য় জানায়, আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও উৎসাহ -উদ্দীপনার সঙ্গে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সাম্প্রতিক বৈরী আবহাওয়ায় পরীক্ষা গ্রহণে সৃষ্ট জটিলতা মোকাবিলায় সরকার সময়োপযোগী কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত পাঁচ উদ্যোগ হলো :

১. বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর স্বার্থ বিবেচনায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ছাড়া সারাদেশে পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২. কোথাও জলাবদ্ধতা বা যাতায়াতজনিত সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্র পরিবর্তন , পরীক্ষা স্থগিত বা পরীক্ষার সময় বাড়ানোর মতো সিদ্ধান্ত নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রতিকূল আবহাওয়া বা অনিবার্য কারণে চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার কোনো বিষয়ে অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে স্থগিত হওয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিন্ন প্রশ্নপত্রে , শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত একই তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

৪. পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দুটি ভুল প্রশ্নের জন্য সব পরীক্ষার্থীকে পূর্ণ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৫. পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ত্রুটির ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে , সরকারের কাছে এইচএসসি শুধু একটি পাবলিক পরীক্ষা নয় , বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরীক্ষা পরিচালনায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

খাদ্য নিরাপত্তায় কানাডার সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারে আগ্রহী বাংলাদেশ

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) স্থানীয় সময় বিকেলে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কানাডিয়ান ফুড ইনস্পেকশন এজেন্সির (সিএফআইএ) কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. পার্থি মুথুকুমারাসামি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো . দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো . শাহজামান খান এবং উপ - পরিচালক মো. শরিফুল হক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন , খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য, ভেটেরিনারি (পশুচিকিৎসা) সেবা, পশুখাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগ নজরদারি, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি ব্যবস্থা - অর্থাৎ খাদ্য , প্রাণী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন নিয়ে

বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এতে আরও বলা হয়, প্রাণিজ পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণ , কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় , দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আধুনিক পরীক্ষাগার ও খাদ্য পরিদর্শন ব্যবস্থা উ ন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে উভয়পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈঠকে সচিব মো . দেলোয়ার হোসেন বলেন , আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে কানাডিয়ান ফুড ইনস্পেকশন এজেন্সির কারিগরি সহযোগিতা বাংলাদেশের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কানাডিয়ান ফুড ইনস্পেকশন এজেন্সির মহাপরিচালক ড . পার্থি মুথুকুমারাসামি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা , প্রাণিস্বাস্থ্য এবং নিয়ন্ত্রক সক্ষমতা উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান , প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-স্বজনপ্রীতি হলে ব্যবস্থা : ত্রাণমন্ত্রী

বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম , দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বরদাশত করা হবে না বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার খানখানাবাদ ইউনিয়নে বন্যার্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। ত্রাণ বিতরণে বরাদ্দের অপব্যবহার , স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন , দুর্যোগকবলিত মানুষের সহায়তায় কোনো রাজনীতি নেই। যারা ক্ষতিগ্রস্ত , তাদের কাছেই ত্রাণ পৌঁছাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন , বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সরকার রয়েছে। দুর্গতদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন প্রসঙ্গে ত্রাণমন্ত্রী বলেন , দীর্ঘদিন খাল খনন ও সংস্কার না হওয়ায় পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সরকার দেশের সব খাল পুনঃখননের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন , খাল পুনঃখননের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে পানি দ্রুত নিষ্কাশন এবং শুকনো মৌসুমে পানি সংরক্ষণের ব্যব স্থা করা হবে। পাশাপাশি খালের পাড়ে গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। বাঁশখালীর খাল সংস্কারের বাকি কাজ শেষ করতে মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে। ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা , চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞাসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিচারপতিদের নিয়ে কটূক্তি হাইকোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার চাকরিচ্যুত

প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্য ভাষা ব্যবহার করে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষু ণ্ণ করার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার (দেওয়ানি-১) ইব্রাহীম আলম ভূঁইয়াকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা নো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , হাইকোর্ট বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার (দেওয়ানি-১) ইব্রাহীম আলম ভূঁইয়া ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট , প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্য ভাষা ব্যবহার করে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষু ণ্ণ করেছেন। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতিত প্রমাণ হওয়াই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর আগে , সাময়িক বরখাস্ত করার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল , তিনি ব্যক্তিস্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান , প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের না মে মিথ্যা ও অসত্য কুৎসা প্রচারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবমূর্তি ক্ষু ণ্ণ করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের বৈধ আদেশ পালন না করতে অন্য কর্মচারীদের ইন্ধন দিয়ে অফিসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন, যা সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ (হাইকোর্ট) এমপ্লয়িজ (শৃঙ্খলা ও আপিল) রুল ১৯৮৩ এর ২(৪) বিধি ৩ (বি) মোতাবেক গুরুতর অসদাচরণ ও অফিস শৃঙ্খলা পরিপন্থি। এ অভিযোগ ব র্ণিত বিধির ৪ (১) মোতাবেক অপরাধ, যার সর্বোচ্চ শাস্তি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা। বিধি মোতাবেক তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে প্রশাসন শাখায় সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া বিধি ১০(১) মোতাবেক তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরে মামলায় অভিযোগ প্রমাণ হওয়াই এখন তাকে বরখাস্ত করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

৬ দাবিতে সচিবালয়ে একদল শিক্ষার্থী, ৩ দাবিতে আরেকদল শাহবাগে

ছয় দফা দাবি নিয়ে সচিবালয়ে শিক্ষার্থীদের বৈঠকের মধ্যেই তিন দফা দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন একদল শিক্ষার্থী। আজ বুধবার বিকেল ৬টার দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তারা। এর আগে , বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে একদল শিক্ষাথী শিক্ষাভবনের সামনে থেকে সচিবালয়ের উদ্দে শ্যে রওয়ানা দেন। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি থেকে সরে এসে ছয় দফা দাবি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করেন তারা। এদিন দুপুরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে প্রায় আধা ঘণ্টা অবস্থান ও সড়ক অবরোধের পর সচিবালয়ের উদ্দে শ্যে লংমার্চ শুরু করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাভবন মোড়ে প্রায় ৬টা পর্যন্ত অবস্থান করেন। প্রায় ২ ঘণ্টার অবস্থান শেষে শিক্ষাভবন

মোড় ত্যাগ করেন আন্দোলনকারীরা। এরপর সড়ক থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দেয় পুলিশ। এরপর বিকেল ৬টার দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন একদল শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের অবরোধে শাহবাগ মোড় দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- দুর্যোগ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখা, বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১৩ জুলাই পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মহাখালী টার্মিনাল থেকে পূর্বাচলে বাস স্থানান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন

রাজধানীর যানজট নিরসন ও সুশৃঙ্খল গণপরিবহণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাখালী টার্মিনাল থেকে পূর্বাচলে নবনির্মিত অস্থায়ী ডিপোতে বাস স্থানান্তর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুরে মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মো. শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে পূর্বাচলের অস্থায়ী ডিপোতে বাস স্থানান্তরের মাধ্যমে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এ এলাকায় যানজট কমানো, যাত্রীসেবা উন্নত করা এবং সড়ক ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে এ উদ্যোগ নগরবাসীর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদ্বোধন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস স্থানান্তর কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আনিছুর রহমান। এ সময় সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান, মহাখালী টার্মিনালের পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক নেতা, ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সুধীজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

তালিকা হবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উদ্যোক্তাদের

প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে দেশের উদ্যোক্তাদের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তিনি বলেন, শিক্ষিত তরুণরা বাণিজ্যিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে এলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে। বুধবার (১৫ জুলাই) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ পরিচালকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভায় এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিভাগীয় পরিচালক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সারা দেশের খামারি এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের জাতীয় ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিত উদ্যোক্তা পরিকল্পিতভাবে খামার পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সার, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করেন। ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে এবং লাভজনকতা বাড়ে। অন্যদিকে অপরিকল্পিতভাবে উপকরণ ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং খামারিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, তালিকা প্রণয়নের পর বিভাগভিত্তিক খামারিদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। এসব সভায় তাদের সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় বিষয়ে সরাসরি মতামত নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে বাস্তবসম্মত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা নেওয়া সহজ হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার এই খাতের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাত আরও শক্তিশালী করতে কাজ করছে। এসময় তিনি কর্মকর্তাদের খামারিদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও দ্রুত তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশনা দেন। একইসঙ্গে এ বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর, অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনক, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. বয়জার রহমান, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো. আবুবকর সরকার প্রমুখ। সভায় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালকরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জলবায়ু পরিবর্তনে বছরে ৩৪ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। তিনি বলেন, এই আর্থিক ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বুধবার (১৫ জুলাই) পরিবেশ অধিদপ্তরে আয়োজিত 'প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য : জলবায়ু-সহনশীল জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। সভাটির আয়োজন করে ইউএনওপিএস বাংলাদেশ। এতে সহযোগিতা করে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিমসটেক এবং সুইডেন দূতাবাস। অনুষ্ঠানে

উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন , উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকার। এই পাইলট প্র কল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী আরও বড়ো প্রকল্প নেবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য খাতের ঘাটতি পূরণে সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে একটি জলবায়ু -সহনশীল 'ডিজিটাল ই-হেলথ সিস্টেম' গড়ে তোলার কাজ চলছে। বন্যাদুর্গত ও দুর্গম চর অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একটি ব্যতিক্রমী ও বাস্তবমুখী প্রস্তাব দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমার নিজের নির্বাচনি এলাকা যমুনা নদীর তীরে এবং বর্তমানে সেখানে বন্যা পরিস্থিতি চলছে। দুর্গম চরের মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কেবল মোবাইল ভ্যান নয়, 'বোট-বেসড' বা নৌকাভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। " নদীভাঙন ও চর অঞ্চলের মানুষের স্থায়ী ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সংসদে 'চর উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' গঠনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী ড. মুহিত তার বক্তব্য বলেন, "আমরা যদি জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় এখন কিছু না করি , তবে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ২.৮ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বোঝা আমাদের বইতে হবে। এই ক্ষতি এড়াতে আমাদের এখনই সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হ বে।" নতুন অর্থ বছরের বাজেট প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী যোগ করেন , "চলতি বাজেট বছরের শুরুতেই এই গোলটেবিল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় অত্যন্ত ভালো হয়েছে। এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি দ্রুত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিলে , আমরা এখনও বাজেটে এর শিক্ষ ণীয় বিষয় ও প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পা রব।" অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, জলবায়ু গবেষক এবং সরকারি -বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

এই সংসদ যত সুন্দর চলবে, মানুষের হতাশা তত দূর হবে: বিরোধীদলীয় নেতা

জাতীয় সংসদকে দেশের মজলুম ও সাধারণ মানুষের আশা -আকাঙ্ক্ষার 'মিলনমেলা' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি সংসদকে দেশের মানুষের হতাশা দূর ও আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রধান চা বিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেন। একই সঙ্গে তিনি স্পিকারের অভিভাবকত্ব আরও বলিষ্ঠ করার অনুরোধ জানান এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় রোধ , সুষম উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের নীতিগত ও কার্যকর উদ্যোগ দাবি করেন। বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন বিরোধীদলীয় নেতা। অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। জাতীয় সংসদের গুরুত্ব তুলে ধরে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, এই সংসদ অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এবং আমরা এটিকে মজলুমের মিলনমেলা বলে বিশ্বাস করি। এই সংসদের কা র্যক্রম যত বেশি সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলবে, দেশের মানুষের মন থেকে হতাশা তত বেশি দূর হবে , তাদের আস্থা ও ভরসা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ গড়ার মহৎ কাজে তারা অনুপ্রাণিত হবে। সংসদের অভিভাবক হিসেবে আপনার জায়গাটা আরও সুদৃঢ় দেখতে চাই। সংসদীয় কার্যপ্রণালি বিধি ও নীতি মালার পরিপালন নিশ্চিত করতে স্পিকারকে একজন বলিষ্ঠ কমান্ডারের ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানান তিনি। বাজেট ও গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সম্প্রতি একটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে পাস হয়েছে , যা দেশের স্বার্থে , বেকারত্ব দূরীকরণে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জরুরি ছিল। কিন্তু বিলটির ওপর মনের মতো করে বিস্তারিত আলোচনা ও অংশগ্রহণ করার সুনির্দিষ্ট সুযোগ থেকে বিরোধী দল বঞ্চিত হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা না রেখে বিরোধী দলের সদস্যদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেও য়ার অনুরোধ জানান। অন্যথায় সংসদে বসা এবং জনগণের অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনো উপকারে আসবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যায়, ভূমিধসে ও পানিতে ডুবে যারা প্রাণ হারিয়েছেন , তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এবারের বন্যায় চারটি বিভাগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও , চট্টগ্রামের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সবচেয়ে বেশি। নিহতদের পরিবারকে বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থমন্ত্রী চট্ট গ্রামের সন্তান হিসেবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অতিরিক্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাজধানী ঢাকার নাজুক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও জলাবদ্ধতা নিয়ে ডা . শফিকুর রহমান তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, একটু বৃষ্টি হলেই ঢা কা শহর ময়লা ও ড্রেনের পানিতে ভেসে যায় , যা জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ময়লা পানি অনেক সময় সুপেয় পানির লাইনের সাথে মিশে পানি দূষিত করছে। ঢাকাকে দেশের 'চেহারা' হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, বিদেশি অতিথিরা যখন বাংলাদেশে আসেন, তখন ঢাকা দেখেই তারা পুরো দেশ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পান। তাই ঢাকাকে তিলোত্তমা ও দৃষ্টিনন্দন করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা এবং একটি সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রশংসা করার পাশাপাশি প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন বিরোধীদলীয় নেতা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পরিণত হতে চায় বাংলাদেশ : প্রধানমন্ত্রী

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার- এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার জাতীয় সংসদে চলতি অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত করার জন্য সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে চরমপন্থা বা উগ্রবাদের কোনো স্থান হবে না। দেশের শান্তি, সম্প্রীতি ও আইনের শাসন বজায় রাখতে সরকার কঠোর অবস্থানে থাকবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে কেউ যেন গণতন্ত্র হরণ করতে না পারে, সে বিষয়ে সরকার সতর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১৭ বছরে রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের এবং জুলাইয়ের আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধাদের পাশে সরকার থাকবে। তাদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও সেবামূলক কর্মসূচির আওতায় ব্যবহৃত সব ধরনের কার্ডকে একীভূত করে 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা গ্রহণ আরও সহজ ও সমন্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

জুলাই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত কেউই ছাড় পাবে না: চিফ প্রসিকিউটর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে জড়িত কেউই ছাড় পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেছেন , অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক না কেন , প্রত্যেকের বিচার নিশ্চিত করা হবে। আজ বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদদের গণকবর পরিদর্শন করে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় প্রসিকিউশন ও তদন্ত বিভাগ যৌথভাবে ১১৪ জন শহিদের কবর সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরে চিফ প্রসিকিউটর বলেন , যারা মনে করছেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তারা পার পেয়ে গেছেন , তাদের সেই ধারণা ভুল। এ পর্যন্ত প্রায় ৮৬৫ জন শহিদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে এবং বাকিদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে বলে জানান চিফ প্রসিকিউটর। অনুসন্ধানে শহিদের সংখ্যা জাতিসংঘের প্রতিবেদনে উল্লেখিত ১৪০০-এর বেশি হতে পারে বলেও জানান তিনি। আমিনুল ইসলাম আরও জানান , তদন্তের অংশ হিসেবে প্রসিকিউশন ও তদন্ত দল নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাতুয়াইলসহ বিভিন্ন গণকবর পরিদর্শন করবে। একইসঙ্গে যে-সব পরিবার এখনো তাদের স্বজনের মরদেহ শনাক্ত করতে পারেননি , তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান তিনি।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

নারী গৃহকর্মীদের কুয়েত যেতে নিরুৎসাহিত করছে দূতাবাস

কুয়েতে কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মী আমিনা খাতুনকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস। একইসঙ্গে বাংলাদেশ ও কুয়েত সরকারের মধ্যে নারী গৃহকর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত দেশটিতে নারী গৃহকর্মী হিসেবে যেতে নিরুৎসাহিত করেছে দূতাবাস। দূতাবাস জানায় , গত ৩০ জুন রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমিনা খাতুনের নির্যাতনের বিষয়টি তাদের নজরে আসে। পরদিন ১ জুলাই দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কুয়েত পুলিশের সহযোগিতায় তাকে কর্মস্থল থেকে উদ্ধার করে দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে নেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন , বকেয়া পাওনা আদায়, ভ্রমণসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দূতাবাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জাজিরা এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে তাকে নিরাপদে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। যাত্রার সময় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে তাকে বিদায় জানান। আমিনা খাতুনের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ কামনা করে দূতাবাস জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বাংলাদেশ ও কুয়েত সরকারের মধ্যে নারী গৃহকর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী হিসেবে কুয়েতে না যাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

শেখ হাসিনা ও ১০ শিল্প গ্রুপের ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ১০ শিল্প গ্রুপের দেশে-বিদেশে থাকা ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। বিএফআইইউ প্রধান বলেন , যৌথ তদন্তের আওতায় থাকা এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দেশের মধ্যে থাকা ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। বাকি ১৯ হাজার কোটি টাকার বিদেশি সম্পদ জব্দ হয়েছে।

তিনি বলেন, "দেশ থেকে যে সম্পদ চুরি হয়ে গেছে , তা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ বছরের শেষে সম্পদ উ দ্ধারের বিষয়ে সুখবর দেওয়া যাবে। " এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন , "আমরা দলমতের দিকে তাকাই না। সন্দেহজনক হলেই ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়। অন্তবর্তীকালীন সরকারের কেউ করে থাকলে , সেটাও সামনে আসবে। " অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময়ে শেখ হাসিনা পরিবার ও ১০ শিল্প গ্রুপের অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর ফাঁকি ও অর্থপাচার খতিয়ে দেখতে যৌথ তদন্ত দল কাজ শুরু করে। গ্রুপগুলো হলো - এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন, নাসা, বসুন্ধরা, ডা. ইকবালের প্রিমিয়ার, সিকদার ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের আরামিট গ্রুপ। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে এরই মধ্যে সম্পদ জব্দ ছাড়াও মামলা , বিদেশ থেকে সম্পদ ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ চলছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

বুড়িগঙ্গা-তুরাগ বাঁচাতে না পারলে ঢাকা শহরকে বাঁচানো সম্ভব নয়: মির্জা ফখরুল

বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী বাঁচাতে না পারলে ঢাকা শহরকে বাঁচানো সম্ভব নয় বলে সতর্ক করেছেন স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বুধবার (১৫ জুলাই) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ভবনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় নদী দুটি দখলমুক্ত করে সংস্কারের বিষয়ে ইতোমধ্যেই প্র ধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। 'নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমার আপনার সকলের দায়িত্ব' শীর্ষক ওই সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকাকে বাসযোগ্য করার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। তিনি রাজনৈতিক মতবিরোধের বাইরে গিয়ে কেবল নাগ রিক হিসেবে ঢাকাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন , অর্থনীতির মূল কেন্দ্র ঢাকার সমস্যাগুলো দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত। নগর পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি করপোরেশনগুলোকে আরও কার্যকর করতে , এগুলোকে 'নগর সরকার' বা সিটি গভর্নমেন্টে রূপান্তর করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এছাড়া রাজধানীর যানজট নিরসন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন , কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মাধ্যমে ট্রাফিক জরিমানার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় চালকদের মাঝে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা ফিরতে শুরু করেছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

স্থানীয় নির্বাচন সামনে রেখে ২৭ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ২৭ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. রশিদ মিয়ার সই করা এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ আগস্ট ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকার ওপর দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৮ আগস্ট। এরপর প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও নিষ্পত্তির কাজ শেষ করতে হবে ২৩ আগস্টের মধ্যে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২৭ আগস্ট সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। এখন থেকে সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটগ্রহণের ২৫ দিন আগে ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করবে নির্বাচন কমিশন। 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫' সংশোধন করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, স্থায়ী ভবনের ভেতরে ভোটকক্ষ স্থাপনের সুযোগ থাকলে অস্থায়ী ভোটকক্ষ নির্মাণের প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন সহায়তা-৩ শাখায় পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তফসিল ঘোষণার সাতদিনের মধ্যে তালিকার হার্ড কপি ও সফট কপিও জমা দিতে হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

সিপিসির ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় চীনা দূতাবাসের সিম্পোজিয়াম

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার ঢাকায় এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জাবিহুল্লাহ, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, থিংক ট্যাংক এবং শিক্ষাঙ্গনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন তার বক্তব্যে সিপিসির ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চীনের প্রেসিডেন্ট ও সিপিসির সাধারণ সম্পাদক সি জিন পিংয়ের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা দুই দলের মধ্যে বিনিময় ও সহযোগিতায় নতুন গতি সঞ্চার করবে। রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সব বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী সিপিসি। একইসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা আরও জোরদারের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনতে চায় চীন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

শহিদদের পবিত্র আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার : প্রধানমন্ত্রী

বর্তমান সরকার চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের পবিত্র আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বুধবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক পোস্টের মাধ্যমে তিনি এ কথা জানান। পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, '১৬ জুলাই। ঐতিহাসিক জুলাই শহিদ দিবস। শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, শোক আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং দেশে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্যদিয়ে সারা দেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে।' তিনি লেখেন, '২০২৪ সালের এই দিনে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রংপুরে পুলিশের গুলিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে কলেজ শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরামসহ কমপক্ষে ছয়জন শহিদ হয়েছিলেন। রংপুরে দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন শহিদ আবু সাঈদ।' আবু সাঈদকে গুলি করার দৃশ্য জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সরকারপ্রধান লেখেন, 'আবু সাঈদের বুকে পুলিশের গুলি করার দৃশ্য গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। কোটা সংস্কারের দাবি ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের আন্দোলনে মোড় নেয়। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বীর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।' তিনি লেখেন, 'আমি মহান আল্লাহর দরবারে শহিদ আবু সাঈদ, শহিদ মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরামসহ ১৬ জুলাইয়ের সব শহিদ মাগফেরাত কামনা করছি।' তারেক রহমান লেখেন, '১৬ জুলাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। এদিন রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, প্রাণঘাতী শক্তির নির্মম প্রয়োগ এবং ভয়ভীতির রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ অদম্য সাহসী বীর ছাত্র-জনতা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা জাতির বিবেককে জাগ্রত করেছিল।' তিনি লেখেন, 'বিশেষ করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দুই হাত প্রসারিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শহিদ আবু সাঈদের সেই অমলিন দৃশ্য কেবল একটি মুহূর্ত ছিল না, সেটি ছিল গণতান্ত্রিক অধিকারবঞ্চিত একটি জাতির ভয় জয়ের প্রতীক।' সরকার শহিদদের পবিত্র আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'জুলাইয়ের সেই গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি আন্দোলনই ছিল না, এটি ছিল দীর্ঘ দেড় দশক ধরে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ফ্যাসিবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, লুণ্ঠন, গুম, খুন, দমন-পীড়ন এবং ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের শক্তিতেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের মর্যাদা, অধিকার এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক সেই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পর আজ আমাদের সরকার শহিদদের পবিত্র আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' তিনি লেখেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শহিদদের রক্ত কখনও বৃথা যেতে পারে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অমর চেতনা আমাদের জন্য কেবল ইতিহাসের গৌরব নয়, এটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণা।' পোস্টে গণ-অভ্যুত্থানে সব শহিদের রুহের মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'রাষ্ট্র এবং সমাজে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা শহিদ হয়েছেন, সেইসব অকুতোভয় শহিদদের গৌরবময় আত্মত্যাগের পথ ধরে বর্তমানে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সব নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ, মানবিক, স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমেই আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শহিদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করতে পারি। আমি আবারও আল্লাহর দরবারে সব শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

ঝুঁকিপূর্ণ মেট্রোরেলের ৪ পিলারের বিয়ারিং প্যাড, দ্রুত পরিবর্তন জরুরি : হাইকোর্ট

ঢাকা মেট্রোরেলের অবকাঠামোগত ত্রুটি দূর করে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে একগুচ্ছ নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বিয়ারিং প্যাড পরিবর্তন এবং পিলার ও উড়ালপথের বিমে দেখা দেওয়া ফাটল মেরামতের মতো জরুরি কাজগুলো এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটির দাখিল করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ দেওয়া হয়। রিটকারীদের আইনজীবী তানভীর আহমেদ জানান, গত সপ্তাহে বিশেষজ্ঞ কমিটির এই তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি নানা পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি বা শর্ট টার্ম কাজগুলো আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আদালতে জমা দেওয়া ওই প্রতিবেদনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪২৩, ৪৪২, ৪৪৬ এবং ৪৪৮ নম্বর পিলারের বিয়ারিং প্যাড দ্রুত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি যে-সব পিলারে ত্রুটি রয়েছে, সেগুলোর ফাটল ও দেবে যাওয়ার অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে। উড়ালপথের বিমে থাকা ফাটলগুলোর কারণ অনুসন্ধান করে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তা দ্রুত সংস্কার করার সুপারিশ করেছে কমিটি। এছাড়া বর্ষা মৌসুমের আগে স্টেশন ও বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পানি ঢোকা রোধ করা, বন্ধ হয়ে থাকা নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার করা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিয়মিত রেললাইন পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চাকার ত্রুটি বা ফাটল থাকা ট্রেনগুলো পুরোপুরি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর চলাচল বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করে সমাধানের কথা বলেছে তদন্ত কমিটি। ঠিকাদারদের অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি জরুরি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি সচল না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রাখতে বলা হয়েছে, যাতে যে-কোনো

দুর্ঘটনার সময় যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। আদালতের এই নির্দেশনার পর বুধবার ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। আদালতের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ৯ সদস্যের একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির দেওয়া আটটি স্বল্পমেয়াদি, দশটি মধ্যমেয়াদি, দশটি দীর্ঘমেয়াদি এবং ছয়টি কৌশলগত সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি সমন্বয় করবে। কাজের নিয়মিত অগ্রগতি সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবং প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে হাইকোর্টে উপস্থাপন করা হবে। গত বছরের ২৬ অক্টোবর রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের একটি বিয়ারিং প্যাড খসে পড়ে আবুল কালাম নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়। এর এক বছর আগেও প্রায় একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনার পর জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে হাইকোর্টে পৃথক রিট দায়ের করা হয়। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে প্রকল্পের কাঠামোগত সক্ষমতা ও নিরাপত্তা নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। উল্লেখ্য, মেট্রোরেলের পিলারের ওপর কংক্রিটের তৈরি উড়ালপথ বসানোর সময় দুই অংশের মাঝখানে রাবার ও ইস্পাতের মিশ্রণে তৈরি এই বিয়ারিং প্যাড ব্যবহার করা হয়। সরাসরি কংক্রিটের ঘর্ষণ রোধ, স্থানচ্যুতি ঠেকানো এবং ট্রেন চলাচলের সময় সৃষ্ট কম্পন শোষণ করে পুরো কাঠামোর স্থায়িত্ব ধরে রাখতেই এই প্যাড ব্যবহৃত হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

RUSSIAN ATTACKS KILL EIGHT AS UKRAINE HITS BLACK SEA OIL TANKERS

Eight people have been killed across Ukraine in overnight and early morning Russian attacks, local officials say. In the Black Sea port of Odesa, three people were killed and another three injured in a "massive" drone and missile strike, regional head Oleh Kiper said. It was the fifth day in which Russia has hit the region. In the north-eastern city of Sumy, three people were killed and 17 injured in shelling by guided aerial bombs, said acting Mayor Artem Kobzar. Another two casualties were reported in the central Dnipropetrovsk region and Zaporozhzhia, in the south. Meanwhile, Ukraine's military said its drones hit 20 Russian vessels, including 17 oil tankers, in the Black Sea overnight. The Russian ministry of defence confirmed it had attacked Odesa, saying it had deliberately targeted port infrastructure, "used for the unloading of petroleum, oil and lubricants".
(BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

IRAN THREATENS TO BLOCK MORE TRADE ROUTES AS US LAUNCHES FRESH STRIKES

Iran has threatened to block further trading routes in the region, as the US launched a fresh wave of strikes on military targets. Iran's Revolutionary Guards said the Strait of Hormuz would remain shut until the US ends its "acts of aggression" and said other regional oil and gas export channels could also be closed. The warning came as the US military's Central Command (Centcom) said it had carried out drone, air and navy strikes on Iran on Wednesday morning, in addition to a seven-hour operation overnight. US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks. The escalation in rhetoric comes after Trump said a 20% toll he had threatened to impose in the Strait of Hormuz would be replaced by "massive" trade and investment deals with Gulf states. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

ITALY'S MELONI SUFFERS SURPRISE SETBACK IN CLOSE VOTE ON ELECTORAL REFORM

Italy's Giorgia Meloni coalition government has lost a crucial vote on an amendment to electoral reform - a significant setback ahead of next year's general election. In a secret ballot in Italy's lower house of parliament on Wednesday evening, MPs rejected a proposal spearheaded by her party, Brothers of Italy (FdI), by 188 votes to 187 - indicating that several of Meloni's MPs voted against the amendment. In an angry post on social media after the vote, she said the result had been "a missed opportunity for Italians". Meloni did not address calls from the opposition to resign and bring forward the general election, currently planned for autumn 2027. The proposed reform would see Italy move to a fully proportional system which would award a bonus to the party or coalition with the largest share of the vote, even if they fall short of a majority. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

TRUMP RETREAT OVER HORMUZ TOLLS SUGGESTS HE IS STRUGGLING TO END IRAN WAR

Donald Trump's latest Iran war demand lasted all of 24 hours and suggests a president searching for unorthodox ways out of a difficult position. On Monday morning, in a social media post announcing the resumption of an American naval blockade on Iranian shipping, he said that all vessels transiting the Strait of Hormuz - including those of US allies - must pay a 20% fee to reimburse the US "for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security to this very volatile section of the world". The following day, he abandoned that proposal completely, offering instead that he would strike "trade and investment deals" with America's Gulf allies, implying the US would offer them safe passage through the Strait in return. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

CHINA ECONOMIC GROWTH FALLS SHARPLY, MISSING TARGET

China's economic growth slowed sharply between the start of April and end of June as weak domestic demand and the Iran war's impact on oil prices overshadowed the country's strong exports. Official gross domestic product (GDP) figures showed the world's second largest economy grew in the second quarter by 4.3%, below Beijing's annual target, and after a 5% rise in the first quarter. It comes a day after separate data showed China's exports had jumped by 27% in June compared to a year earlier. In March, China cut the growth target to a range of 4.5%-5%, its lowest economic expansion goal since 1991, a move some analysts say has given Beijing space to acknowledge pre-existing economic weakness. The announcement represents the first full quarter of GDP data since the start of the Iran war on 28 February and marks the lowest quarterly expansion since the end of 2022, as China was emerging from its strict Covid-19 restrictions. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

MILLIONS IN CANADA SWELTER AS HEATWAVE CONTINUES TO MOVE EAST

Another record-breaking heatwave has hit parts of Canada and the US, bringing extreme temperatures and poor air quality. Extreme heat warnings have been in place across multiple Canadian provinces, including most of Ontario and part of Quebec, Manitoba and the Northwest Territories - affecting millions of people. The high temperatures are expected to continue for Canada, as well as for parts of the US Midwest and Northeast, into Wednesday as the strong area of high pressure moves eastwards. It has already led to all-time temperature records being broken in parts of Montana and Utah, and comes after a record-breaking heatwave hit large portions of the US earlier this month. The Canadian city of Toronto was braced for possible record-breaking heat on Tuesday, but stopped short at 98F. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

SIX PEOPLE FOUND DEAD IN LIFT SHAFT AFTER FIRE IN CENTRAL BRUSSELS BUILDING

Six people have died in a fire at a building under construction in Brussels on Tuesday, local authorities have said. The bodies were recovered from a lift blocked in a shaft at the Oxy tower in the centre of the city, in an operation that lasted several hours. The cause of the fire, which broke out around 08:00, is unclear. While the fire was put out quickly, firefighters discovered it had spread to the lift shafts, where two lifts were stuck. Officials earlier said at least six people were missing, and that rescuers had found several victims after prying one lift open. The prosecutor's office later confirmed six bodies had been retrieved from one lift, according to local media. (BBC News Web Page: 15/07/26, FARUK)

:: THE END ::